নয়া দিগন্ত
ঢাকা, রোববার ২ চৈত্র ১৪২০, ১৬ মার্চ ২০১৪

Last Page.

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস-এর সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ■ নয়া দিগন্ত

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মাহকেই বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে হবে মাহাথির

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউআইটিএসের সমাবর্তন ভাষণে উপস্থিত সদ্য গ্র্যাজুয়েট ও অতিথিদের উদ্দেশে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব আবারো মুসলিম উম্মাহকেই নিতে হবে। একটি জাতিকে আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করা যাবে।

এ জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাবেক মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী ■ *১৩ পৃ: ৪-এর কলামে*

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মাহকেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, আমাদের ত্যাগের মানসিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সগর্বে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্ব বিগত ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে আছে। চলমান বিশ্বে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হলে মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি গভীরভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। বক্তব্য রাখেন ইউআইটিএসের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রোভিসি অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবর্তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। সমাবর্তনে চ্যান্সেলর, ট্রাস্টি বোর্ড ও ভিসি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন ড. মাহাথির মোহাম্মদ।

শনিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ শেষে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পূর্ব শর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর করে। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোরই দায়িত্ব স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। দেশ ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্যের কথা শোনাতে গিয়ে জানান, তিনি ক্ষমতায় এসে পূর্বমুখী (লুকিং ইস্ট) নীতি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের জন্য একটা শক্তিশালী ভিত্তি নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। মোট পাঁচটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তার শক্তি।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে : রাষ্ট্রপতি

মাহাথির মোহাম্মদকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বলেন, আপনার উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত করেছে। আমি মনে করি এই উপস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছে।

শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদাভিত্তিক ও কর্মনির্ভর শিক্ষা এ যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন। দেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বিশ্বের চতুর্থ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্ঞান ও যোগ্যতায় আমরা যদি এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সক্ষম হই তা হলে খুব শিগগিরই আর্থসামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছা দেশের পক্ষে যে কোনোভাবেই সম্ভব হবে।